মেহেরপুরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও থানার নিরাপত্তায় আনসার

মেহেরপুর জেলার তিনটি থানা ও জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন মোড়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে আনসার মোতায়েন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ আগস্ট) সকাল থেকে এ আনসার মোতায়েন সম্পন্ন করা হয়। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তরের নির্দেশনা ও খুলনা রেঞ্জ দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলার তিনটি থানার সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা রক্ষায় জেলা প্রসাশন ও পুলিশ সুপারের সাথে সমন্বয় করে ৩৬ জন আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য এবং ট্রাফিক কন্ট্রোলে শহরের ব্যস্ততম মোড়গুলোতে ২৪ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত নিশ্চিত করেছেন।

পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এ মোতায়েন কার্যক্রম চলমান থাকবে। এদিকে জেলার সরকারি-বেসরকারি ২৪ টি গার্ড/সংস্থার নিরাপত্তায় ১১৫ জন অঙ্গীভূত আনসার, জেলা ও মুজিবনগর উপজেলা কার্যালয়ের নিরাপত্তায় প্রায় ৫০ জন আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য মোতায়েন রয়েছে। অধিকতর নিরাপত্তার জন্য টহল কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

জেলা কমান্ড্যান্ট বলেন, জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সব সময় শ্রদ্ধাশীল। জনগণের পাশে থেকে জনবাহিনী হিসেবে এ বাহিনী সব সময় কাজ করে যাচ্ছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের জানমাল ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুরক্ষায় নিয়োজিত আনসার সদস্যদের সহযোগিতার আহবান জানান তিনি।

উল্লেখ্য যে, চলমান মোতায়েন ও নিরাপত্তা কার্যক্রমে মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন পদবির প্রায় ২৫০ আনসার ও ভিডিপি সদস্য মোতায়েন রয়েছে প্রমুখ।

ফরহাদ হোসেন পরিবার নিয়ে কানাডায় পালিয়েছেন !

নেতাকর্মীদের বিপদের মুখে রেখে সদ্য সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন পরিবার নিয়ে কানাডায় পালিয়ে গেছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। এমনকি পালিয়ে যাওয়ার আগে কারোর সাথে যোগাযোগ করেননি বলে বিভিন্ন জন অভিযোগ করেছেন। তবে অভিযোগকারীরা এখনই নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।

একটি বিশ^স্ত সূত্রে জানা গেছে, শেখ হাসিনা পদত্যাগের কিছুক্ষণ আগে বা পরে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে কানাডায় পালিয়ে গেছেন। তার একদিন আগে তার স্ত্রী মোনালিসা খাতুন ও দুই সন্তানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে সূত্রটি জানায়। তবে এ বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার জন্য মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে তাঁর ফোনে ফোন করা হলে ফোনে পাওয়া যায়নি। পরে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের ফোন করা হলেও তাদেরও পাওয়া যায়নি। এদিকে, গত সোমবার এই মন্ত্রীর মেহেরপুরস্থ বাসভবনে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। একই সঙ্গে তার ভাই এর মার্কেটসহ জেলা আওয়ামী লীগের অফিস ও নেতাকর্মীদের বাসভভন ও অফিস ভাংচুর করে বিক্ষুব্ধরা।

জানা গেছে, ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উড়ে এসে জুড়ে বসার মত আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে একতরফা নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের কোন পদে না থাকলেও এমপি হওয়ার সুবাদে ২০১৫ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ বাগিয়ে নেন। এর পর থেকে শুরু হয় ভিন্ন মতের নেতাদের নির্যাতন। নানাভাবে নিজ দলীয় নেতাদের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি করে তাদের দুরে সরিয়ে রাখেন। কমিটিতে পদ দেন হাইব্রিড নেতাদের । যাদের মধ্যে এমন অনেক নেতা ছিলেন যারা কখনো আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেননি। ত্যাগী নেতারা কেন্দ্রে নানা ভাবে অভিযোগ দিয়েও কেন্দ্র কোন কর্ণপাত করেনি। পরবর্তিতে ২০১৮ সালে তাকে মনোনয়ন না দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের বহু নেতা সমাবেশ করে। তারপরও কেন্দ্র তাকেই মনোনয়ন দেন। বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় নির্বাচিত হন ফরহাদ হোসেন। এবার এমপির পাশাপাশি তার মুকটে লাগে প্রতিমন্ত্রীর পালক । করা হয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। মাত্র তিন বছরের নেতা থেকে হয়ে যান প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে যেন আর মাটিতেই পা দেন না।

পরবর্তি ২০২৪ সালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও মনোনয়ন পান ফরহাদ হোসেন। নিজ দলের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করে নির্বাচত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর মুকুটে যুক্ত হয় আরও বড় পালক। করা হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী। মন্ত্রী হওয়ার পর প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের ট্রাক ভোটে করার অপরাধে নানা ভাবে হামলা মামলায় জর্জরিত করেন।

একজন বেসরকারি কলেজের শিক্ষক থেকে গত ১০ বছরে এমপি ও মন্ত্রী হওয়ার পর হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। তার ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনরাও কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। অথচ ১০ বছর আগে তার ভাই-স্বজনদের সংসার চলতো না বলে লোকমুখে শুনা যায়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর প্রতিদিনে নানা অভিযোগ ও তার সহায় সম্পত্তির হিসাবের তথ্য আসতে শুরু করেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

গাংনীতে মূল নকসা বাদ দিয়ে সড়ক নির্মাণের চেষ্টা

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর খামখেয়ালিপনায় প্রায় সাত শ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কটি মুল নকসা বাদ দিয়ে যেনোতেনোভাবে নির্মাণের পায়তারা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটি মুল নকসা অনুয়ায়ী করার দাবি জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম।

গত শনিবার (৩ আগস্ট) রাতে এই প্রতিবেদকের সাথে একান্ত স্বাক্ষাতকারে এ দাবি জানান তিনি।

তিনি বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটি নির্মাণে সরকার

প্রায় সাত শ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। সাত শ কোটি টাকা ব্যায়ের সড়ক ও জনপথের যায়গার উপর মুল নকসা অনুযায়ী আঞ্চলিক এই মহাসড়কটি নির্মাণ না হলে এই অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এছাড়া বেহায়েত হয়ে থাকবে সড়ক ও জনপথের জমি। কি আছে মুল নকসা?

গাংনী মহিলা কলেজ মোড় থেকে হাটবোয়ালিয়া রাস্তার সংযোগ সড়ক। মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া রাস্তা চার লেন সড়ক এবং কুষ্টিয়া থেকে হাটবোয়ালিয়া রাস্তার সংযোগ সড়ক। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া এবং হাটবোয়ালিয়া রাস্তার মোহনায় ত্রিভুজ আকৃতির ইন্টারসেকশন। সামনে বাসস্ট্যান্ড ও রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডার। সড়কটি নির্মিত হবে ত্রিশ ফুট চওড়া ও রাস্তার মাঝখানে দুই মিটার ডিভাইডার। হাটবোয়ালিয়া সড়কের পশ্চিমে প্রায় ৯৫ ফিট দুরে গিয়ে ইন্টারসেকশনের মাথায় নির্মিত হবে যাত্রীদের জন্য বাস স্ট্যান্ড। নকসা অনুযায়ী মেহেরপুর প্রান্তের ইউটার্ন হবে কাথুলি মোড়ের কাছাকাছি ও কুষ্টিয়া প্রান্তের ইউটার্ণ হবে গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছাকাছি।

সড়ক ও জনপথের এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৬৩/৬৪ সালে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ভূমি অধিগ্রহণকৃত এসএ ২১৫৬, ২১৫৭, ২১৫৫, ২১৪৩, ২১৫০, ২১৪১, ২১৪২, ২০৯৬, ২০৯৫, ২০৯৪, ২২১৯, ২২১৭, ২২০৮, ২২০৬, ২১৫১, ২১৪৪, ২০৯৭, ২১৪৯ দাগে হওয়ার কথা। কিন্তু সড়ক ও জনপথ বিভাগের এসব দাগ নম্বরের অধিগ্রহণকৃত জমি স্থানীয় প্রভাবশালীরা দখলে থাকলেও সেটা উদ্ধার করেনি। আঞ্চলিক এই সড়কটি নির্মাণের পূর্বে ২০২৩ সালের ১ মার্চ থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ বিভাগের পক্ষ থেকে অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলেও সড়ক বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি অজ্ঞাত কারনে উচ্ছেদ করেনি। অভিযোগ উঠেছে সড়ক বিভাগের সার্ভেয়ার পাপ্পু হোসেন মোটা অংকের উৎকোচ নিয়ে দখলদারদের কাছে সড়ক বিভাগের অধিগ্রহণকৃত জমি রেখে দিয়েছেন। এখন রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে সড়ক বিভাগ তাদের নিজস্ব ভূমি অবৈধ দখলদারদের কাছে রেখে মেহেরপুর জেলা পরিষদের যায়গায় করার পায়তারা চালাচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় তুলে ধরেন। সেখানে তিনি সাত শ কোটি টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের মুল নকসা অনুয়ায়ী করার দাবি জানান।

গাংনী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রফিক বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তারা তাদের নিজস্ব জমি ফেলে রেখে জেলা

পরিষদের যায়গা অবৈধভাবে দখল করে গাংনী উপজেলা শহরে রাস্তা নির্মাণের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। এতে করে দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে রশি টানাটানি শুরু হবে। ফলে রাস্তার কাজ যেমন আইনি জটিলতায় আটকে যাবে। তেমনি রাস্তার সৌন্দর্যেরও হানি ঘটবে। তিনি আরও বলেন, সড়ক জনপথ বিভাগের কর্মকর্তারা অবৈধ এই কাজ করতে গেলে গাংনী বাজার কমিটির পক্ষ থেকে আইনের আশ্রয় নেবো।

জানা গেছে, সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খোন্দকার গোলাম মোস্তফা, সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান ও তাদের সার্ভেয়ার গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারের পাশে কলেজ শিক্ষক কামরুল ইসলামের জমি অবৈধভাবে দখল করে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা চালান। পরে জমির মালিক কামরুল ইসলাম এই তিনজনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে কামরুল ইসলামের যায়গা ছেড়ে দিয়ে সড়ক বিভাগের নিজস্ব যায়গায় রাস্তা নির্মাণ করছেন। মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিমত সড়ক ও জনপথ বিভাগের খামখেয়ালিপনা বন্ধ করে তাদের নিজস্ব জমির উপর দিয়ে সাত শ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন রাস্তাটির কাজ সম্পন্ন করুক। নাহলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে এলাকাবাসি।

গাংনীতে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষে নিহত এক, আহত আট

এক সময় ছিলেন বিএনপির স্থানীয় নেতা। সরকার পরিবর্তন হলে আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে মিশে রাজনীতি করতে থাকেন ইনামুল হক। পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর পাল্টে যায় চিত্র।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ আগষ্ট) সকালে গাংনীতে বিএনপির ডাকা আনন্দ মিছিলে যান ইনামুল হক। এনিয়ে স্থানীয় বিএনপি কর্মী উজ্জ্বল হোসেন তাকে গোলআলু বলায় ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ধ্যার দিকে তার মুদি দোকান ভাঙচুর করে ইনামুল হক ও তার লোকজন। এঘটনার জের ধরে রাত সাড়ে নয়টার দিকে উভয়পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে নাহারুল ইসলাম

(৫৪) নামের একজন নিহত ও দুই ইউপি মেম্বরসহ অন্তত ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার দিকে গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, নিহত নাহারুল ইসলামের বড় ভাই আইনাল হোসেন (৬২), আব্দাল হোসেন (৫৮), ইনামুল হক (৪০) ও তার ছেলে সিয়াম (১৭)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন, মটমুড়া ইউনিয়নের সাবেক ইউপি মেম্বর মহিবুল ইসলাম(৬৮), আশরাফুল ইসলাম কালু (৫৬), হামিদুল ইসলাম(৪৬) ও আমিরুল ইসলাম (৪০)।

আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

আহত ইউপি সদস্য মহিবুল ইসলাম বলেন, তুচ্ছ ঘটনায় সন্ধ্যার দিকে বিএনপির স্থানীয় নেতা উজ্জ্বল হোসেনের মুদি দোকান ভাঙচুর করেন ইনামুল হক ও তাদের লোকজন। এনিয়ে বাকবিতন্ডার এক পর্যায় রাত সাড়ে নয়টার দিকে ইনামুল হক ও তার লোকজন দেশীয় তৈরী অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিতে থাকে। তারা এলাকায় আতংক সৃষ্টি করে। এক পর্যায় আমাদের লোকজনও তাদের মহড়া প্রতিরোধ করতে দেশীয় তৈরী অস্ত্র নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, তুচ্ছ ঘটনায় সৃষ্ট রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষে নাহারুল ইসলাম নিহত হন। এসময় উভয় পক্ষের ৮ জন গুরুতর আহত হন।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার পর পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছেন। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে সংঘর্ষে নিহতের ঘটনার পর এলাকায় চলছে চরম উত্তেজনা।

মুজিবনগর থানার নবনিযুক্ত ওসি সাইফুল আলম

মুজিবনগর থানার গেটে ছাত্র জনতার বিজয় মিছিল দেখে দৌড়ে থানা থেকে পালিয়ে যান ওসি। এ সময় পুলিশের নিরস্ত্র সদস্যরা সহ নারী কনস্টেবলগণ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। অনেক পরে পরিস্থিতি বুঝে আবারো থানায় ফিরে আসলে সেখানে কর্মরত পুলিশ সদস্যগন বিদ্রোহ করে বসেন এবং তার অধীনে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। পরিস্থিতি সামাল দিতে এ সময় পুলিশ সুপার বাধ্য হন থানার ওসি পরিবর্তন করতে।

সোমবার (৫ আগষ্ট) শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছাড়ার খবর পেয়ে সারা দেশের ন্যায় মুজিবনগরেও বিকাল ৫ টার দিকে বিজয় মিছিল বের করে ছাত্র জনতা। এ সময় তাদের সাথে বিএনপি ও জামায়াত কর্মীরাও যোগ দেয়। মিছিলটি মুজিবনগর থানার মূল ফটকের সামনে পৌঁছালে সেখানে দাঁড়িয়ে তারা কিছুক্ষণ উচ্চস্বরে স্লোগান দেয়। স্লোগানের শব্দে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মুজিবনগর থানার ওসি উজ্জল কুমার দত্ত দৌড়ে প্রাচীর ও তারকাটা পার হয়ে পালিয়ে যান।

এ সময় থানায় কর্মরত পুলিশের নিরস্ত্র সদস্যরা সহ নারী কনস্টেবলগণ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তারা করণীয় নিয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার এবং খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে যোগাযোগ করেন। পুলিশ সুপার ও রেঞ্জ ডিআইজি পলাতক ওসি উজ্জ্বল কুমার দত্তের সাথে যোগাযোগে ব্যর্থ হয়ে গোয়েন্দা পুলিশের ওসি সাইফুল আলমকে মুজিবনগর থানায় পৌছে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার নির্দেশ দেন। রাত দশটার পরে থানাতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত ফিরে আসলে তার অধীনস্থ পুলিশ সদস্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেন। এবং পুলিশ সুপারকে জানান এই ওসি পরিবর্তন না করলে তারা সকলে পদত্যাগ করবেন। ওসি পরিবর্তনের দাবির প্রেক্ষিতে এ সময় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি সাইফুল আলমকে মুজিবনগর থানার ওসি হিসেবে বদলি করা হয়।

ঘটনাটি জানতে মুজিবনগর থানার সদ্য সাবেক ওসি উজ্জ্বল কুমার দত্তের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

নবনিযুক্ত মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলম বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে পরিস্থিতির সাময়িক সমাধানে সোমবার রাত আটটার সময় মুজিবনগর থানায় আসি। পরবর্তীতে জানতে পারি আমাকে ওসি

মুজিবনগর হিসেবে পোষ্টিং করা হয়েছে।’

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান মঙ্গলবার বিকালে মুজিবনগর থানার ওসি পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘ইন্সপেক্টর উজ্জল কুমার দত্ত আপাতত পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংযুক্ত রয়েছেন। তার ব্যাপারে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।’

মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী

শ্রমিক দলের আনন্দ মিছিল

মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৬ আগস্ট) সকাল ১০ টার সময় মিছিলটি বের হয় শহরের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়কে প্রদক্ষিন করে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের
সামনে আলোচনা সভার অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতিত্বে বক্তব্য
রাখেন আহসান হাবীব সোনা ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নাসিম
খান, মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক রমেজ উদ্দিন,
খোকন, আজম, মিজান, বিপুল, তুহিন, মাসুদ, রজব, আব্দুস সালাম, শরিফুল ইসলাম, রিপন, আসাদুল, এরশাদ, সোহেল, জাকির প্রমুখ।

মেহেরপুরে বিজয় উল্লাস,

দূর্বত্তদের হামলায় ব্যাপক ভাংচুর

মেহেরপুর শহরসহ জেলা জুড়ে চলছে ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ ছেড়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েন।

বিকাল থেকে খন্ড খন্ড মিছিল শুরু হয় বিভিন্ন এলাকা থেকে। রাস্তায় নেমে এসে উল্লাসে মাতে মানুষ। ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বিজয় মিছিল ও উল্লাস করে।

মিছিল শেষ করেই একদল দূবৃত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দোদুলের বাসভবনসহ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ঘটায়। দফায় দফায় তারা জেলা শহরের নেতাকর্মীদের বাড়ি ও দোকানে ভাংচুর চালায়।

এসময় জেলা আওয়ামী লীগের অফিস, জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খোকনের ব্যক্তিগত অফিস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ইয়ারুল ইসলামের অফিস, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) পল্লব ভট্টাচার্যের বাসভবন, এসকন অফিস, মেহেরপুর প্রেস ক্লাব, ভাইভাই ফ্যাশন, লুকস ফ্যাশান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুস ছামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুবলীগ নেতা নাহিদের বাড়ি, আরোহী বস্ত্রালয়, রশিদা ইলেকট্রনিকস, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, ঠিকাদার মাহাবুবের বাড়ি, জোসনা বেকারিতে ভাংচুর অগ্নিসংযোগ চালানো হয়।

এদিকে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকার মেহেরপুর-২ আসনের এমপি ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগরের এ্যাডভান্সড মেড কেয়ার ক্লিনিক, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেকের বাসভবন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুলের রাজনৈতিক কার্যালয়, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক হাসানের চৌগাছার বাড়িতে, গাংনী পৌরসভার কর্মচারি টিক্কার বনবিভাগ পাড়ার বাড়ি, সাবেক ছাত্রলীগের নেতা শাহাদুজ্জামান শিপুর ব্যক্তিগত অফিস, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভিতরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর মুরাল ভাঙচুর করা

হয়েছে।

মুজিবনগরের দারিয়াপুরে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাংচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতার বাড়িতে বাড়িতে বিএনপি জামায়াতের লোকজন গিয়ে খোঁজ করছেন। আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ, যুবলীগের নেতা কর্মীরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে, রাত ৯টার দিকে সেনাবাহিনী টহল শুরু করলে দূবৃত্তরা ভাংচুর বন্ধ করে এলাকা ত্যাগ করে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় পাখিভ্যান চালক নিহত

স্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ স্ট্রীয়ারিং গাড়ির ধাক্কায় লিটন (৩৮) নামের এক পাখিভ্যান চালক নিহত হয়েছেন।
নিহত লিটন গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের ইয়াসিন আলীর ছেলে।

আজ সোমবার (৫ আগষ্ট) বিকালের দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান বাসস্ট্যান্ডের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

তবে, অবৈধ যান স্ট্রীয়ারিং গাড়ির চালক কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নওদা আজমপুর গ্রামের হামজাদ আলীর ছেলে জনি মিয়াকে জনগণ আটক করে রাখলেও কঁমারীডাঙ্গা ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সোয়েবুর রহমান তাকে ছেড়ে দেন।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাখিভ্যান চালক লিটন বামন্দী থেকে ছাতিয়ানের দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগামী স্ট্রিয়ারিং গাড়িটি গিয়ে তাকে ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার সময় মারা যান তিনি।

খবর পেয়ে কুমারীডাঙ্গা ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সোয়েবুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছান। পরে অজ্ঞাত কারনে স্ট্রীয়ারিং এর ঘাতক চালক জনি মিয়াকে ছেড়ে দেন।

এসআই সোয়েবুর রহমান জানান, বিষয়টি উভয় পক্ষই মিমাংসা করে ফেলাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে ভাগ্নেকে ধারালো হাসুয়ার কোপে মামা হত্যা

মায়ের সম্পত্তির দখল চাওয়ায় ভাগ্নে জামারুল ইসলাম (২৬) কে ধারালো হাসুয়া দিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করলো মামা।

আজ সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামে এই হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই ঘাতক মামা আবুল কালাম পালিয়ে গেছে।

নিহত জামারুল ইসলাম হিজলবাড়িয়া গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার আব্দুস সামাদের ছেলে। সে সম্প্রতি সৌদি প্রবাস ফেরৎ। বর্তমানে পেশায় ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যান চালক।

ঘাতক মামা আবুল কালাম একই গ্রামের সাবদাল বিশ্বাসের ছেলে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, খবর পেয়ে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামরুজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে পৌছেছেন।

নিহতের বোন সাজেদা খাতুন জানান, আমার নানা সাবদাল বিশ্বাস ও নানী মারা গেছেন অনেক আগে। মা মমতাজ খাতুন নানা নানীর কাছে থেকে বাড়ির জমি ২ কাঠা ও মাঠান জমি ৩ কাঠা ভাগ পেয়েছে। জমি ভাগ হলেও মামা আবু কালাম জমির দখল দেননি দীর্ঘদিন। আজকে আমার ভাই জামারুল ইসলাম জমির দখলদার মামা আবুল কালামের কাছে জমি দখল দেওয়ার অনুরোধ করতে যান। এসময় মামা ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো হাসুয়া দিয়ে

বাম পায়ে একটি কোপ মেরে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমাইয়া ইসলাম পাপড়ি তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

সুমাইয়া ইসলাম পাপড়ি জানান, অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে মারা গেছেন তিনি।

গাংনী থানার এসআই কামরুজ্জামান বলেন, নিহত জামারুল ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে মর্গে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে। তিনি আরও বলেন, ঘাতক আবুল কালামকে আটক করতে পুলিশ অভিযানও চালাচ্ছে।

গাংনীতে কমিটি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

গাংনীতে গোপনে গঠিত আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

আজ রবিবার সকাল ১০ টার সময় আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এলাকাবাসীর অংশগ্রহণে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গোপনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেন। যেটা আমাদের অজানা। আমরা এই কমিটি মানিনা। আমরা অতি দ্রুত এই কমিটি বাতিল করে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করার জোর দাবি জানদচ্ছি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী সবুজ খান।

রামনগর গ্রামের ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম বলেন, প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম করে আসছে।এমনকি গোপনে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেছে। এলাকাবাসী জানে না।তাই এই কমিটি বাতিল করে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে।তাছাড়া প্রধান শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাথেও দুর্ব্যবহার করে।

মানববন্ধনের সমন্বয়ক মো. বিপ্লব হোসেন বলেন, বিদ্যালয়ের গোপনে কমিটি গঠনসহ নানা অনিয়ম রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই কমিটি বাতিল করে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করার দাবি জানাচ্ছি সেই সাথে প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ দাবি করছি।

আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল হাশেম খান বলেন, প্রধান শিক্ষক কিভাবে কমিটি গঠন করেছে তা আমি কিছুই জানিনা। আমি চায় নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কমিটি গঠন করা হোক।মানববন্ধনে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আর বি জিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হাবিবুর রহমান লিখন বলেন, আমি নিয়মের বাইরে কোনো কাজ করিনি। সবকিছু নিয়মের মাধ্যমে হয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. হোসনে মোবারক বলেন, এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগে অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।